হুমকির মুখে তিতুদহের গবরগাড়া ও গড়াইটুপির সাড়াবাড়িয়া গ্রাম্য সড়ক

ভয়ংকর হুমকির মুখে চুয়াডাঙ্গার তিতুদহের গবরগাড়া ও গড়াইটুপির সাড়াবাড়িয়া গ্রাম্য সড়ক। তিতুদহের মাটি খাদক এস্কেভেটর ব্যবসায়ী রফিকুলের দৌরাত্ব বৃদ্ধির খেসারত দিতে হতে পারে গবরগাড়ার সিলিন্দিপাড়ার বাসিন্দা সহ গবরগাড়া-সাড়াবাড়ি গ্রাম্য সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন সহ পথচারীদেরকে। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি খাদক রফিকুল নিজের স্কেভেটর দিয়ে সড়কের কোল ঘেঁষা পুকুর থেকে তোলা হচ্ছে মাটি। আর সেই মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে।

ফলে বিক্রিকৃত মাটি ট্রাক্টর যোগে সড়ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। যে কারণে ভয়ংকর হুমকির মুখে গবরগাড়া-সাড়াবাড়ি গ্রাম্য সড়কটি সহ আশপাশের বসবাসরত বসত ঘরবাড়ি।

স্থানীয় ভুমি অফিসের লোকজন নীরব দর্শকের ভুমিকা দেখে হতভম্ব স্থানীয় সচেতন মহল।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের গবরগাড়া পাড়ার কদম আলী মালিতার ছেলে রফিকুল ইসলাম। সে একজন মাটি খাদক নামে পরিচিত। নিজ ও ভাড়ায় চালিত একাধিক এস্কেভেটর দ্বারা বিভিন্নস্থানে মাটিকাটার কাজ করে থাকেন। তার এ কাটামাটি বিভিন্নস্থানে বিক্রি করা হয়ে থাকে। এ মাটিকাটা ও বিক্রির ব্যাবসার কারণে রফিকুল মাটি খাদক নামে এলাকায় বেশ পরিচিত।

সে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে স্কেভেটর দিয়ে তিতুদহ-গহেরপুরের সড়কের সিলিন্দিপাড়ার মৃত তাহাজ উদ্দিনের ছেলে মান্নান মোল্লা, রাজ্জাক, জব্বর, ছাত্তারের শরীকি জমির উপর পুকুর খনন করা হচ্ছে। যা তিতুদহ-গহেরপুর গ্রাম্য পাকা সড়কের কোলঘেঁষা হওয়ায় পুকুর খননের কারণে ভয়ংকর হুমকির মুখে পড়েছে গবরগাড়া-সাড়াবাড়ি গ্রাম্য সড়ক সহ আশপাশের বসবাসরত বসত ঘরবাড়ি।

সেই মাটি সড়ক দিয়ে ট্রাক্টর যোগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। যে কারণে ভয়ংকর হুমকির মুখে পড়েছে সিলিন্দিপাড়ার সড়কের

পার্শ্বের বসতঘর সহ সড়কটি। যার ফলে সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন সহ পথচারীদেরকে বড় ধরণের দূর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রাণহানীর মত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় ভুমি অফিসের লোকজন নীরব দর্শকের ভুমিকা দেখে হতভম্ব স্থানীয় সচেতন মহল। এ দূর্ঘটনা প্রতিরোধে মাটি খাদক রফিকুলের দৌরাত্ব ঠেকাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সু-দৃষ্টি কামনা করেছে এলাকার ভুক্তভোগীরা সহ সচেতন মহল।

এবিষয়ে তিতুদহ ইউনিয়ন ভুমি অফিসের সহকারী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, অনেক স্থানে মাটিকাটা হচ্ছে। তবে কালকে দেখছি বললেও এখনো পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

আলমডাঙ্গায় তারাদেবী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্বাস্থসেবা ও এম্বুলেন্স হস্থান্তর

আলমডাঙ্গায় তারাদেবী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্বাস্থসেবা ও এম্বুলেন্স হস্থান্তর অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে।

রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা সাবেক টকিজ সিনেমা হলে এ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন,আলমডাঙ্গা তারাদেবী ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও আলইকরা ক্যাডেট একাডেমীর অধ্যক্ষ এনামুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড ওয়াল্ডের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, তারা দেবী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বানিজ্য উপ কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগর আলা।

প্রধান অতিথি বলেন,জনগনের স্বাস্থ সেবায় আমরা সব সময় আপনাদের

পাশে আছি,ছিলাম,থাকব। বর্তমান সরকার স্বাস্থ সেবা জনগনের দোর গোড়ায় পৌছে দিয়েছে,দেশে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কথা শোনা যায় না।মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগনের স্বাস্থ সেবার কথা ভেবে প্রত্যেক জেলা শহরের হাসপাতাল গুলো ৫০ শর্য্যা থেকে ১শত শয্যায় উন্নিত করেছে।প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ নিন্ম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়শীল দেশে পরিনত হয়েছে।আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে দেশ উন্নত রাষ্ট হবে,এবং স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্টাতা হবেন।তিনি নির্বাচন নিয়ে বলেন,আগামী ২৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে,আমি আওয়ামীলীগের সাথে আছি,নেন্ত্রী যদি আমাকে নৌকা প্রতিক দিয়ে নিমিনেশন দেন তবে অবশ্যই আপনাদের পাশে থেকে নির্বাচন করব,নির্বাচিত হলে চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাব।আর আমাকে বাদ দিয়ে নেন্ত্রী যাকে মনোনয়ন দেবেন আমি তার কর্মি হিসেবে আপনাদের কাধে কাধ মিলিয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করব।দলে প্রতিযোগীতা থাকবে,প্রতিহিংসা নয়।নেত্রীর প্রতি সকলের আস্থা থাকতে হবে।আমরা দেখি নেত্রী নৌকা দিলেও আমারা অনেকেই বৈরিতা দেখায়,এতে নেত্রী কষ্ট পান।জনগনের জন্য রাজনীতি করি আমার জন্য নয়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু,মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক,আলমডাঙ্গা তারা দেবী ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি সাংবাদিক আতিয়ার রহমান মুকুল।

উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম রিফাতের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন,বিজেশ রমেকা লালী বাবু,পৌর স্বেচ্ছা সেবক লীগের সভাপতি মিলন আহম্মেদ,উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের সাধারন সম্পাদক টুকুল, সাংগাঠনিক সম্পাদক নাজমুল হক,রাজু আহম্মেদ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় চোরাই

[illegible] -[illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible] -[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible].[illegible].[illegible] ([illegible]), [illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible] HANk [illegible] [illegible]-KC13EFKGC00853 [illegible] [illegible]-PS1KCS236kJE00297 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। এসময় তিনি বলেন জনস্বার্থে অভিযান অব্যাহত থাকবে। ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

দর্শনায় সিএসএস এর উদ্যোগে দিনব্যাপী ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

দর্শনায় বেসরকারি এনজিও প্রতিষ্ঠান সিএসএস এর উদ্যোগে দিনব্যাপী ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে সিএসএস মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম, যশোর জোন এর আয়জনে দামুড়হুদার দর্শনা ঘুঘুডাঙ্গা সিএসএস এর শাখা কার্যালয়ে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়।

দর্শনা পৌরসভার প্যানেল মেয়র মোঃ রেজাউল ইসলাম এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। সিএসএস এর আরএম তাপস ঘোষ এর সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের এআরএম রুবেল হোসেন, জাতীয় সাংবাদিক ঐক্য ফোরাম দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন।

প্রথমেই নির্বাহী অফিসার কে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেয় উক্ত সংস্থার লোন অফিসার টুটু মন্ডল। সিএসএস এর স্থপতি রেভারেন্ড পল মুন্সী’র স্মরণে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার মোছাঃ রোকসানা খাতুন (এমবিবিএস বিসিএস স্বাস্থ্য)।

[redacted]

[redacted]

সভাপতি সাধারন সম্পাদকসহ প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ

কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচন আর মাত্র ব মাত্র ৬ দিন বাকি। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে প্রার্থীদের ঘুম হারাম হয়ে আসছে।এবারের নির্বাচনে শ্রমিকরা গুন্জন ছড়াচ্ছে যারা ক্ষমতায় আছে তারাই থাকবে।

এবারের নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক সহ ৯টি পদের বিপরীতে মনোনয়ন সংগ্রহ করছে একাধিক প্রার্থী।শনিবার নির্বাচন পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্রের ফরম সরবরাহ, মনোনয়নপত্রের ফরম দাখিল, মনোনয়নপত্র যাচাই- বাছাই শেষে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
আগামী ৪ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। ২৮ জানুয়ারি শনিবার সকাল ১০ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্রের ফরম সরবরাহ করা, দুপুর ১টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র দাখিল, ৩ টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র বাছাই ও প্রতিক নির্ধারণ রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রার্থী পদ পত্যাহারের শেষ সময় বেধে দেয় নির্বাচন কমিটি।

কেরু’র শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচনের চেয়ারম্যান কেরুর মহাব্যাবস্হাপক অর্থ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সাক্ষরিত প্রতিক বরাদ্দ দেন।

এবারের নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন তাদের প্রতিক হচ্ছে সভাপতি পদপ্রার্থী ফিরোজ আহাম্মেদ সবুজ পেয়েছেন ছাতা প্রতিক, তৈয়ব আলী পেয়েছেন সাইকেল, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মাসুদুর রহমান মাসুদ পেয়েছেন চাঁদতারা, মনিরুল ইসলাম পিন্স আনারস, জয়নাল আবেদীন নফর হারিকেন, সহ-সভাপতি এসএম কবির পেয়েছেন কলস, আনিসুর রহমান গরুর গাড়ি, রেজাউল করিম টেবিল, মফিজুল ইসলাম

তালাচাবি, সহ-সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান পেয়েছেন চেয়ার, খবির উদ্দিন আম, হাফিজুর রহমান হাস, মহিদুল ইসলাম হাতপাখা, আতিয়ার রহমান মাছ, দপ্তর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট পেয়েছেন উড়োজাহাজ, আবুল হোসেন হরিণ, প্রচার সম্পাদক পদে পেয়েছেন ইয়াসির আরাফাত কুুঁড়েঘর, মিজানুর রহমান মোরগ, আব্দুল কুদ্দুস মোবাইল ফোন, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার কায়েশ আব্দুল্লা পেয়েছেন রিকসা, আবু সাঈদ পেয়েছেন কাঠাল।

সদস্যদের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে সেলিম খান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন, ২ নং ওয়ার্ডের বাবর আলী পেয়েছেন বেলচা,আব্বাস আলী বালতি, আমিনুল ইসলাম ডাব, ৩ নং ওয়ার্ডের বাবুল আক্তার পেয়েছেন গোলটুপি, জাহিদুল ইসলাম ডাব, মোজহারুল হাতুড়ি, শরিফুল ইসলাম টর্চ লাইট, শফিকুল ইসলাম আখের আটি ৪ নং ওয়ার্ডের মতিয়ার রহমান পেয়েছেন ডাব, কামরুল হাসান আখের আটি, মাহামুনুল হাসান টর্চ লাইট, ৫ নং ওয়ার্ডের সাইফুদ্দিন সুমন পেয়েছেন ডাব, সাহেব আলী শিকদার টর্চলাইট, মোহাম্মদ হারিজুল ইসলাম আখের আটি, ৬ নং ওয়ার্ডে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় ৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন তাদের প্রতিক হয়েছিলো মাজেদুল ইসলাম ডাবলু আখের আটি, নুরুল ইসলাম বেলচা, মজিবর রহমান ডাব। ৭ নং ওয়ার্ডের জাহিদুল ইসলাম পেয়েছেন গাভী, জাহিরুল ইসলাম বালতি, ইদ্রিস আলী ডাব, রবিউল ইসলাম বেলচা, আজাদ আলী হাতুড়ি তারাপদ বিশ্বাস আখের আটি।

প্রতিক পেয়ে প্রার্থীরা ভোট প্রার্থনায় ছুটছেন রাত দিন। বিরামহীন ঠিকটাক চলছে তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা। প্রতিদিনই দফায় দফায় প্রার্থীদের পক্ষে চলছে ভোট প্রার্থনা। প্রার্থী নিজে কিংবা তার স্বপক্ষে লোকজন রাত দিন যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। তুলে ধরছেন নিজ পছন্দের প্রার্থীর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। কুশল বিনিময় আর সালাম আদাব জানিয়ে চাইছেন তাদের মূল্যবান ভোট । সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ভোটারদের কাছে করছেন ভোটের আবেদন নিবেদন। প্রার্থীর পক্ষে প্রচরণায় মাঠে আছেন একাধীক কর্মীরাও। নিজদের পক্ষে ভোট টানতে কাজে লাগানো হচ্ছে ভোটারদের আত্বীয় স্বজনকে। আত্বীয়তার সম্পর্কে তারা ভোট চাইছেন নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে। ভোট যুদ্ধে বিজয়ী হতে চালানো হচ্ছে নানা কৌশল। শ্রমিক ও কর্মচারিদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ অনান্য পদ ও সদস্যরা। অন্য ভোটের চেয়ে ব্যাতিক্রম এই ভোটে কেরুজ আঙিনা সব সময় থাকে

সরগরম।

প্রার্থীদের ব্যাপক প্রচারণায় অনেকটা জমে উঠেছে নির্বাচনী আমেজ। আর হাতে মাত্র ছয় দিন। ভোটের দিন ঘনিয়ে আসায় প্রার্থীদের প্রচারণার কাজে রাত দিন একাকার। কাটছে র্নিঘুম রাত। ফুরসদ নেই দিনেও। এখন প্রার্থীদের একটাই লক্ষ্য যে ভাবেই হউক ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে শেষ মুর্হুতে তাদের মনজয় করে মূল্যবান ভোট নিজেদের ভাগে আনা। ভোট যুদ্ধের বৈতরণী পার হতে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে চলছে নানা কলা কৌশল। দিচ্ছেন নানা উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি। তবে ভোটাররা শ্রমিক কর্মচারি হওয়ায় তারাও অধিক সচেতন। যোগ্য প্রার্থীদের বেচে নিয়েই ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে । তবে কিছু চালাক ও সচেতন ভোটারা কোন প্রার্থীর পক্ষেও মুখও খুলছেন না সহজেই। নিজ দল বা নিকটজন না হলে প্রার্থীর পক্ষে মাঠে সরাসরি ভোট চাইতেও নামছেন তারা। ভোটের মাঠে প্রার্থীরা সরব হলেও সেসব ভোটাররা রয়েছেন নিরব। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীরা ব্যাপক প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত থাকলেও বসে নেই সদস্য প্রার্থীরাও।

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীর তুলনায় সদস্য প্রার্থীদের নির্বাচনী এলাকার আয়তন ও ভোটার কম হলেও তাদের মত তারাও হরদম ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। প্রত্যাশা ভোটারদের মন জয় করে তাদের কাঙ্খিত রায় পাওয়ার। আসন্ন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারি ইউনিয়ন নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২ (দুই)জন প্রার্থী ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৩(তিন) জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।যতই দিন গড়াচ্ছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মসুদুর রহমান মাসুদের পক্ষে গণজাগরণ সৃস্টির লক্ষে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচারণা। কর্মিরা দিনরাত ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা করছে। ভোটাররা প্রতিদিনই কেউ কেউ যোগদান করছে মাসুদ সংগঠনে।

অপরদিকে মাসুদুর রহমান মাসুদ দুবছর ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে শ্রমিক ও কর্মচারিদের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সেজন্যই আস্থাভাজন হয়ে উঠেছে শ্রমিক-কর্মচারিদের কাছে। যার ফলশ্রুতিতে সঠিক নেতৃত্ব বেচে নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মাসুদুর রহমান মাসুদ। এবিষয়ে আশাবুল হক মুক্ত জোয়াদ্দার ও নজরুল ইসলাম বিশ্বাস হিরক ও সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী এসএম কবির দিনরাত পরিশ্রম করে জয়ের মালা নিয়ে ঘরে ফিরবেন বলে আশা

প্রকাশ করেছেন । এ নির্বাচনে চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি মোট ভোটার সংখ্যা ১১৮৭।

ফেব্রুয়ারি ৪ তারিখে কেরুজ নতুন হাই স্কুলে গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে ভোট গ্রহন হবে সকাল ৮ টা থেকে বিরতীহিনভাবে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত। চিনিকলের হিসাব, প্রসাশন ভান্ডার, স্বাস্থ্য বিধান, ইমারত, সেনিটেশন, হাসপাতাল, চোলাই মদ কারখানা, ডিস্টিলারী, বিদ্যুত ও কারখানা, প্রকৌশলী, পরিবহন, ইক্ষু উন্নয়ন, ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগ সহ বানিজ্যিক খামার গুলোর শ্রমিক-কর্মচারিদের নিয়ে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা গত নির্বাচনে ছিলো ১০৮৮ এবার বেড়ে হয়েছে ১১ ৮৭।

দামুড়হুদায় অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা চিৎলায় ফসলী জমির পাশ থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে এই জরিমানা করা হয়।

উপজেলা ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের চিৎলা বুন্দাগাড়ীর মাঠে ফসলী জমির পাশ থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের সময় ভেকু মেশিন সহ একজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। সরকারিভাবে মাটি উত্তোলনের কোন অনুমতি না থাকায় এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতে কার্পাসডাঙ্গার আব্দুল হান্নানের ছেলে হাবিবুর রহমানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। তিনি বলেন জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

[redacted] “[redacted] [redacted] [redacted]’[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] “[redacted] [redacted] [redacted]’[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ সহ ক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় দুই প্রতিষ্ঠানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এর নেতৃত্ব এই ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কোর্টপাড়া ও বাগানপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। পরিচালিত অভিযানে বেশ কয়েকটি পানির কারখানাগুলোতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানে কোর্টপাড়া মেসার্স একুয়া ফ্রেশ ড্রিংক ওয়াটার নামক পানির কারখানায় পানির টেস্ট রিপোর্ট ও লাইসেন্স ব্যতীত অবৈধ ও অস্বাস্থ্যকরভাবে পানি বোতলজাত ও বাজারজাত করার অপরাধে এর মালিক মোঃ সাঈদ আশীককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৭ দিনের জন্য কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে একই এলাকায় মেসার্স ইসরা ড্রিংকিং ওয়াটার নামক পানির কারখানায় তদারকি করা হয়। এসময় পানির জারে মেয়াদ, মুল্য অর্থাৎ মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোঃ মনিরুল ইসলামকে ৩৭ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া বাগানপাড়ায় মেসার্স লাইফ ওয়াটার নামক পানির কারখানাকে জনস্বাস্থ্য থেকে পানির টেস্ট রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কারখানা বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের